সমকাল

তারিখ 02 FEB 2014
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৭

বাংলা আমার অহঙ্কার

বাংলা এখন তিন দেশের দাফতরিক ভাষা

■ শেখ রোকন

বাংলাকে 'অন্যতম' রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়ার দাবিতে ১৯৫২ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের দামাল ছেলেরা রাজপথে বুকের তাজা রক্ত ঝরিয়েছিল। দেশ বিভাগ-পরবর্তী পাকিস্তানের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের প্রথম ভাষা হওয়া সত্ত্বেও শাসকগোষ্ঠী এই ভাষার ন্যায্য সম্মান দিতে চায়নি। সেই বাংলা এখন বাংলাদেশের বাইরেও রাষ্ট্রীয় মর্যাদা অর্জন করেছে। বাংলা এখন বিশ্বের তিনটি দেশের দাফতরিক ভাষা– বাংলাদেশ, ভারত ও সিয়েরালিয়ন।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের মধ্য দিয়ে বাংলা অন্যতম নয়, পরিণত হয় একমাত্র রাষ্ট্রভাষায়। অন্যভাবে বলতে গেলে বরং বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার আন্দোলনই একপর্যায়ে পরিণত হয়েছিল স্বাধীনতার সংগ্রাম। ধর্ম নয়, বর্ণ নয়, আঞ্চলিকতা নয়– বাংলা ভাষার যোগসূত্রই এ দেশের আপামর জনসাধারণকে পৃথক রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন দেখিয়েছিল। ১৬ ডিসেম্বর ■ পৃষ্ঠা ১১ : কলাম ৬

বাংলা এখন তিন দেশের দাফতরিক ভাষা

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে বিশ্বের মানচিত্রে একটি নতুন রাষ্ট্রের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে একটি নতুন রাষ্ট্রীয় ভাষারও জন্ম হয়েছিল– বাংলা।

ভারতে স্বীকৃত যে ২৩টি 'অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ' রয়েছে, বাংলা তার অন্যতম। বাংলা ভাষা ব্যবহারকারী জনসংখ্যার বিবেচনায় এটি দ্বিতীয়, হিন্দির পরই এর স্থান। ভারতে রাজ্যগুলো প্রয়োজনে হিন্দির পাশাপাশি নিজস্ব এক বা একাধিক দাফতরিক ভাষা গ্রহণ করতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা বাংলাকে সেই মর্যাদা দিয়েছে। এ ছাড়া বাংলা আসাম এবং আন্দামান-নিকোবর রাজ্যের সহ-দাফতরিক ভাষা। দেশ বিভাগের কারণে পূর্ব বাংলা ছেড়ে যাওয়া জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ 'পুনর্বাসিত' হয়েছিল বর্তমান ঝাড়খণ্ড রাজ্য এলাকায়। বিপুল বাঙালি-অধ্যুষিত এই রাজ্য ২০১১ সালের সেপ্টেম্বরে বাংলাকে দ্বিতীয় দাফতরিক ভাষা হিসেবে ঘোষণা করে। এ ছাড়া উড়িষ্যা রাজ্যেও রয়েছে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক বাংলাভাষী জনগোষ্ঠী। সে কারণে সেখানকার সরকারি প্রচার-প্রচারণামূলক কর্মকাণ্ডে হিন্দি ও উড়িষ্যার পাশাপাশি বাংলা ব্যাপক প্রচলিত। পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের রাজধানী করাচিতে রয়েছে কমবেশি ২০ লাখ বাঙালি। সে কারণে করাচি সিটি করপোরেশনের অন্যতম স্বীকৃত দ্বিতীয় ভাষা হচ্ছে বাংলা।

বাংলা তৃতীয় যে দেশের 'রাষ্ট্রীয় ভাষা' হিসেবে মর্যাদা লাভ করেছে, সেই সিয়েরালিয়নের সঙ্গে এ ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশস্থলের ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক কোনো যোগাযোগ নেই। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশনের অংশ হিসেবে দেশটিতে পাঁচ হাজারের বেশি বাংলাদেশি সৈন্য মোতায়েন ছিল। তারা সিয়েরালিয়নের শান্তি-শৃঙ্খলা ও উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখেন। বাংলাদেশি সেনাবাহিনীর এই অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ২০০২ সালের ডিসেম্বরে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করে দেশটি। যদিও আফ্রিকান এই দেশটির সামান্য কিছু নাগরিক বাংলাদেশি সৈন্যদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার সুবাদে আরও সামান্য কিছু বাংলা শব্দ ও বাক্য জানেন, দাফতরিকভাবে বঙ্গীয় ব-দ্বীপের ভাষা সেখানে স্থান করে নিয়েছে। এর প্রতীকী মূল্যও অবশ্য কম নয়। একই ভাষা বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার ক্ষেত্রে এতদিন হিন্দি ও বাংলার অবস্থান সমান ছিল। হিন্দি ভারতের বাইরে ফিজিরও রাষ্ট্রভাষা। বাংলা ছিল বাংলাদেশ ও ভারতের রাষ্ট্রভাষা। সিয়েরালিয়নের ঘোষণার মধ্য দিয়ে এ ক্ষেত্রে হিন্দির তুলনায় এগিয়ে গেছে বাংলা।

যুক্তরাজ্যে স্বীকৃত যে ১০টি 'অভিবাসী ভাষা' রয়েছে, বাংলা তার পঞ্চম। উইকিপিডিয়ার হিসাবে সাত লাখ বাংলাভাষী অভিবাসী রয়েছেন, যারা দৈনন্দিন জীবনে বাংলা ব্যবহার করেন। বাংলাভাষী অধ্যুষিত অঞ্চলের স্কুলগুলো চাইলে এ ভাষা শিক্ষা দিতে পারে।

মধ্যপ্রাচ্যে, যুক্তরাষ্ট্রে ও যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশি অভিবাসীর সংখ্যা যে হারে বাড়ছে, সিয়েরালিয়নের পাশাপাশি আফ্রিকার অন্যান্য দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা ও উন্নয়নে বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী বাহিনীর ভূমিকা যেভাবে দৃঢ় হচ্ছে, তাতে করে ভবিষ্যতে বিশ্বের আরও কোনো দেশে বাংলা যদি স্বীকৃত দাফতরিক কিংবা অন্যতম রাষ্ট্রীয় ভাষায় পরিণত হয়, অবাক হওয়ার কিছু নেই।